এই সময়

January 17, 2018,Wednesday

বাণিজ্য সম্মেলনে বিপুল লগ্নির সম্ভাবনা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে

এই সময়: মঙ্গলবার বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে দেশের তাবড় শিল্পপতিরা যখন রাজ্য সরকারের অধীনে রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন, সেই সময় রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের সচিব রাজীব সিনহা জানান, পশ্চিমবঙ্গেই দেশের সবচেয়ে বেশি ৫২,৬৯,৮১৪টি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প রয়েছে।

রাজ্যের শিল্পোন্নতির সঙ্গে এমএসএমই শিল্পক্ষেত্র ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং চতুর্থ বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে বড় মাপের লগ্নি আসতে পারে বলেই রাজ্য সরকার আশাবাদী। মুখ্যমন্ত্রী এ দিন সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে এ রাজ্যই দেশের প্রথম সারিতে চলে আসবে অদূর ভবিষ্যতে।

কৃষির পর এমএসএমই শিল্পক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় এমএসএমই মন্ত্রকের সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, সারা দেশে এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মী সংখ্যা ৮ কোটিরও বেশি — পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় কাছাকাছি। কর্মসংস্থান ছাড়াও, জাতীয় উৎপাদন ও রপ্তানি ক্ষেত্রে এমএসএমই শিল্পগুলির যোগদান কম নয়। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩০.৭৪ শতাংশ (২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত) এবং রপ্তানির ৪৫ শতাংশ এই ক্ষেত্র থেকে আসে।

বাণিজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় —এই সময়

সিনহা জানান, দেশের ১০টি বড় রাজ্যে মোট যত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থা রয়েছে তার ১১.৬২ শতাংশই রয়েছে এই রাজ্যে। কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এমএসএমই পরিসংখ্যানে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মতো রাজ্যগুলিকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এ প্রসঙ্গে সিনহার মন্তব্য, 'রাজ্যে নতুন শিল্পলগ্নি টানতে, উদ্যোগপতি গড়তে এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে, এই রিপোর্ট তারই প্রতিফলন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধি ঘটলে বড় শিল্পের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়।'

রাজ্যের এমএসএমই দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, '২০১৭ সালে এ রাজ্যে ৪৭,৩০০ নতুন এমএসএমই ইউনিট নথিভুক্ত হয়েছে এবং সেগুলিতে মোট ২.৮ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া হস্ত চালিত তাঁত শিল্পে ৬০ লক্ষ কর্মদিবস তৈরি হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'জঙ্গলমহল-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার ৩০ হাজার মহিলাকে আমরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ উন্নয়ন বিভাগের অন্তর্গত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতায় এনেছি।' কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রকের অন্তর্গত শিল্প নীতি ও উন্নয়ন দপ্তরের ২০১৭ সালের বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যান তালিকায় দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে এই রাজ্য।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। তার পরেই স্থান মহারাষ্ট্রের। তুলনায়, গোটা দেশের মাত্র ৪.৮৯ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থা নিয়ে অষ্টম স্থানে রয়েছে গুজরাট। ভারতে মোট ৪.৫৩ কোটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের শিল্প সংস্থা রয়েছে। আর এর মধ্যে ৭০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাই দেশের ১০টি বড় রাজ্যে রয়েছে। ২০১৭ সালে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রেই সব থেকে বেশি ঋণ দিয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি। গত পাঁচ বছরে এই ক্ষেত্রে মোট ৯০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে ব্যাঙ্কগুলি, বার্ষিক রিপোর্টে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রক।